কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির (২০১২-২০১৪) এর সমাপনী সভা, কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা ও নতুন কমিটি নির্বাচন ও গঠন (২০১৫-২০১৭) ।

গত ১৩ জুন, ২০১৫ তারিখে পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন-এর অডিটোরিয়ামে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন (২০১২-২০১৪) এর সমাপনী সভা, কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা ও নতুন কমিটি (২০১৫-২০১৭) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা কমিটির প্রতিনিধি ৫০জন, উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ০২জন, টিএইচপি কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিনিধি ০৬ মোট ৫৮জন উপস্থিত ছিলেন ।

উদ্বোধনী অধিবেশনঃ

সারাদেশ থেকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন সভাপতি জনাব রাশেদা আখ্তার। ইতিমধ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্য এবং সদস্য পরিবারের যারা মৃত্যুবরন করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারে সমবেদনা জানান ।

তিনি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, চলতি কমিটির মেয়াদ ছিল ২০১২ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পযর্ন্ত। কিন্তু ২০১৪ সালে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে সাধারণ সদস্যদের সভা আহ্বান করা সম্ভব না হওয়ায় সকলের পরামর্শক্রমে কমিটির মেয়াদ বাড়ানো হয় ।

পরবর্তীতে ১৩ নভেম্বর, ২০১৪ নারীনেত্রীদের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় জুন, ২০১৫ এর মধ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে আপনারা আমাদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে নির্বাচনের মধ্যদিয়ে কমিটি গঠন, পূর্ণগঠনের কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং পদ্ধতি মোতাবেক আপনারা প্রতিনিধিত্ব করছেন ।

তিনি আরো বলেন, নেটওয়ার্কে শব্দের মর্মটা আমরা যেন অনুধাবন করি মনে ও মননে। নেটওয়ার্কের একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাও আছে। আমরা এই বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, যৌতুক এরকম নানাবিধ সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে কাজ করছি। বাংলাদেশের নারীনেত্রীরা নারী নয় মানুষ হয়ে ওঠার যে সংগ্রাম আমরা তা অব্যাহত রাখবো। সুতরাং নেতৃত্ব জাগাতে আমাদের নারীদের আরও এগিয়ে আসতে হবে এই আহ্বান জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন ।

এরপর উপস্থিত অংশগ্রহকারীরা অঞ্চল ভিত্তিক নিজনিজ পরিচয় সকলের মাঝে তুলে ধরেন ।

❖ কর্ম অধিবেশনঃ

সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপনঃ সভাপতি দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার জন্য সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলিকে অনুরোধ জানান। সম্পাদক সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপনার পর অংশগ্রহনকারীরা বলেন, প্রতিবেদনটিতে ধারাবাহিক ভাবে কাজগুলো উঠে আসছে ফলে আমরা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারছি ইতিমধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি। এ অর্জন নিয়ে আমাদের সন্তোষ্ট থাকলে চলবে না, আরও অনেকদুর যেতে হবে। প্রতিবেদনে ভবিষ্যতের আরও সাংগঠনিক কিছু করণীয় উল্লেখ্য করা হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন,'নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কে আমাদের কি করা যেতে পারে তা উল্লেখ করা। আশা করি, নেটওয়ার্ক-এর পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনের গৃহীত ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন এবং সবার মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক-এর কাজ আরও বিস্তৃত করতে সক্ষম হবো ।'

বর্তমান কমিটি সদস্যদের অনুভূতিঃ বর্তমান কমিটি (২০১২-২০১৪) সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি জনাব রাশেদা আখ্তার, সহ-সভাপতি জনাব নিলুফা জহুর, সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি, কোষাধক্ষ্য জনাব মনোয়ারা বেগম, নিবার্হী সদস্য জনাব ফাতেমা বেগম, নিবার্হী সদস্য জনাব শাহানা বেগম, নিবার্হী সদস্য জনাব- হেনা বেগম এবং নিবার্হী সদস্য জনাব ভগবতী গোলদার প্রত্যেকেই বিগত দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুভূতি বলতে গিয়ে জনাব

নাছিমা আক্তার জলি বলেন, কাজটি চালিয়ে যেতে ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা ছিল। আপনাদের আরও Inputs & Suggestion চাই নেটওয়ার্কের কাজটি গতিশীল করার জন্য।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্তি ঘোষণা: সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিগত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্তি ঘোষনা করেন। সাধারন সদস্যরা বিদায়ী কমিটিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। কমিটি বিলুপ্তি ঘোষনার মধ্যদিয়ে দিনের ১ম অধিবেশনের কার্য সম্পন্ন হলো।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমরা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন চাই। এ পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন কিছু নিবেদিত প্রাণ। আপনারাই হলেন সে নিবেদিত প্রাণ কর্মী, যারা সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নারীর প্রতি বঞ্চনা রোধ এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সমাজ উন্নয়নে আপনাদের এ কার্যক্রম দেখে আমি অভিভূত।

❖ কাউন্সিল অধিবেশন

নির্বাচন কমিশন: বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় কার্য নিবার্হী কমিটি নিবার্চন ২০১৫-২০১৭ সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে থেকে নিবার্চন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। নির্বাচন কমিশনের নাম প্রস্তাব করেন মরিয়ম মান্না এবং সমর্থক লক্ষী রানী সরকার। প্রধান নিবার্চন কমিশন হিসেবে দিলীপ কুমার সরকারকে সকলের মতামতের ভিত্তিতে নিবার্চন করেন। তাছাড়া আরও ২ জনের নাম সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

সকলের সিদ্ধান্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন হয়। সদস্যগণ হলেন;

১. দিলীপ কুমার সরকার-সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক)
২. শামীমা আক্তার মুক্তা (দি হাঙ্গার-প্রজেক্ট-বাংলাদেশ)
৩. ফাতেমা আক্তার লিপি (নারীনেত্রী কুমিল্লা অঞ্চল)

নির্বাচন প্রক্রিয়া: প্রধান নিবার্চন কমিশন উপস্থিত সকলের উদ্দ্যেশে বলেন, আপনাদের সহযোগিতায় অর্পিত দায়িত্ব সঠিক উপায়ে গনতান্ত্রিকভাবে যেন আমরা পালন করতে পারি ।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য কিছু দিক নির্দেশনায় প্রদান করেন। তা হলো:

১. ১১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী কমিটি গঠন করা হবে।
২. ১০টি অঞ্চলের প্রতিনিধিদের অঞ্চল ভিত্তিক বসে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মনোনিত প্রতিনিধি নির্বাচন করা।
৩. প্রতি অঞ্চল থেকে ১ জন করে ১০ অঞ্চলের ১০জন এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সচিবালয় থেকে একজন
৪. পদাধিকার বলে নারীর ক্ষমতায়ন ইউনিটির প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।
৫. ৪টি পদের জন্য সরাসরি ভোটে নিবার্চন হবে।
৬. নির্বাচন পদ্ধতি দু ধননের হতে পারে বলে প্রস্তাব করা হয় ১.সরাসরি ভোট গ্রহন ২. গোপন ব্যালটে ভোট গ্রহন
৭. ভোটারগণ যে পদ্ধতিতে উত্তম মনে করেন সেই পদ্ধতিতেই ভোট হবে।
৮. প্রত্যেক পদের জন্য একাধিক ব্যক্তি প্রার্থী হতে পারবেন।
৯. একই পদে একাধিক ব্যাক্তি প্রার্থী হলে প্রথম পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমঝোতায় আসা না হয় সরাসরি নির্বাচন করা।

নির্বাচন পরিচালনা প্রধান নিবার্চন কমিশনার বলেন, প্রাথীর নাম একজন প্রস্তাব করবেন এবং একজন সমথর্ক করবেন। নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করে উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে সরাসরি ভোট গ্রহনের সিদ্ধান্তে উপণীত হয়।

পদ ভিত্তিক নির্বাচনে সভাপতির পদে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থীগণ হলেন-রাশেদা আখ্তার কুমিল্লা, এড.পারভীন আহমেদ খুলনা , আঞ্জু আনোয়ারা ময়না ময়মনসিংহ এবং ইরা হক রংপুর। সমঝোতায় পারভীন আহমেদ ও আঞ্জু আনোয়ারা ময়না প্রার্থীতা প্রতাহার করে নেন। রাশেদা আখ্তার ও ইরা হক সরাসরি ভোটে নির্বাচন করেন। নিবার্চনে রাশেদা আখ্তার সভাপতি পদে বিজয়ী লাভ করেন।

সহ-সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থী মনোনিত হয়েছেন প্রার্থীরা হলেন-এড.পারভীন আহমেদ খুলনা, সেলিমা মশির ঢাকা, খালেদা ওহাব বরিশাল। সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে এড.পারভীন আহমেদ সহ-সভাপতি পদে বিজয়ী লাভ করেন।

সহ-সম্পাদক পদে ২ জন প্রার্থী মনোনিত হয়েছেন ইরা হক রংপুর, সাহানা বেগম কক্সবাজার চট্রগ্রাম অঞ্চল। সহ-সম্পাদক পদে ইরা হক বিজয়ী লাভ করেছেন।

কোষাধ্যক্ষ পদে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রার্থী না বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আন্জু আনোয়ারা ময়না কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হন।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে সেলিমা মশির -ঢাকা, শাহানা বেগম চট্টগ্রাম অঞ্চল, খালেদা ওয়াহাব-বরিশাল অঞ্চল, ফারজানা ববি রুমা -ঝিনাইদহ অঞ্চল, হেনা বেগম-সিলেট অঞ্চল এবং দিলারা রহমান -রাজশাহী অঞ্চল।

অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাব/সুপারিশ-

১. বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কার্যক্রম পরিচালার নীতিমালা পুঃনরায় পর্যালোচনা করা।
২. নির্বাচনে পরপর দুইবার একই ব্যক্তি নির্বাচনে আসতে পারে কিনা সে বিষয়ে বিবেচনা করা।
৩. বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য অভিজ্ঞতাকে শেয়ার করার জন্য তাদের ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর (যদি ই-মেইল থাকে) সকল সদস্যদের নারী কথা নামক যে জার্নালটি বের হয় ষেখানে সংযুক্ত করার বিষয়টিকে সচিবালয় বিবেচনা করা।

সমাপনী-সাধারন ভোটারের অনুভুতি শোনেন নিবার্চন কমিশনার এবং বলেন- নব-গঠিত কমিটির সদস্যগন নতুন মাত্রায় বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর কার্যক্রম আরও প্রসারিত হবে।

নব নির্বাচিত কমিটিকে সাধারণ সদস্যগণ ফুল দিয়ে বরণ করেন । সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে জনাব রাশেদা আখ্তার বলেন, 'আমাদের পরিচয় আমরা সবাই নারীনেত্রী। আমাদের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক গুলো আরও উন্নত করবো এবং নিষ্ঠার সাথে সমাজ উন্নয়নে আরও বেশি কাজ করবো।' এ সময় তিনি নতুন কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরার্মশ ও সহায়তা দেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার নব-নির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, হারিকেনের সলতের মতো আপনারা সদানিয়ত আলো জ্বালিয়ে রাখছেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের এই আলো জ্বালানো তথা কাজের মাধ্যমেই তৃণমূলের আমাদের নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

নব নির্বাচিত কমিটির সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান দিনের কর্মসূচি সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধান নিবার্চন কমিশনার দীলিপ কুমার সরকার ও সহযোগী শামীমা আক্তার মুক্তা, ফাতেমা আক্তার লিপিকে। সমবেত সংগীতের মধ্যদিয়ে কেন্দ্রীয় কার্য়নিবাহী কমিটির নির্বাচন সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

প্রস্তুতকারী
শাহীনা আক্তার
নারীর ক্ষমতায়ন ইউনিট
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট